দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ

পৃষ্ঠা কলাম

ক্যাম্পাস শান্ত ঃ অবরুদ্ধ অবস্থা কাটেনি

ঢাবি খুলতে কমপক্ষে ১ সপ্তাহ সময় লাগবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন শান্ত। ক্যাম্পাসে নেই কোন আন্দোলন। নেই বিক্ষোভের উত্তাপ। শামসুন্নাহার হলে গভীররাতে পুলিশী হামলার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগ দাবীতে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছিল প্রতিবাদ-বিক্ষোভে মুখর। গত বুধবার ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ করার পর পরিস্থিতি শান্ত হতে শুরু করে। তবে পুলিশ-বিডিআর-এর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ক্যাম্পাস এখনো অনেকটা অবরুদ্ধ। প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ গতকালও শিথিল ছিল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় ও হল খুলে দেয়া হবে। তবে এ জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় লাগবে বলে কর্তৃপক্ষ জানান। আজ অনুষ্ঠেয় জরুরী সিন্ডিকেটের সভায়

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ শামসুন্নাহার হলের কয়েকজন ছাত্রীকে গতকাল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য পেশের পূর্বে তাদের লিখিত বক্তব্য তৈরী করতে দেখা যাচ্ছে

ঢাবি খুলতে কমপক্ষে ১ সপ্তাহ সময় লাগবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত না হলেও এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হতে পারে বলে কর্তৃপক্ষ সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে।

ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগসহ ৬'দফা দাবীতে গত ২৪ জুলাই থেকে গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছাত্র-শিক্ষকদের লাগাতার বিক্ষোভ ও নানা ধরনের কর্মসূচীতে বিক্ষুব্ধ ছিল। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর। ক্যাম্পাস হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ করার পর থেকেই ক্যাম্পাসের বিক্ষুব্ধ রূপ পাল্টে যায়। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। গতকাল (শুক্রবার) ছুটির দিনে ক্যাম্পাস ছিল নীরব-নিথর। জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। মধুর ক্যান্টিনও প্রায় ফাঁকা ছিল। কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজেও ভীড় হয়নি। তবে শান্ত ক্যাম্পাস এখনও স্বাভাবিক হয়নি। বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ, বিডিআর এবং সকল প্রবেশ পথে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী অব্যাহত আছে। যানবাহন প্রবেশ করতে না দিলেও গতকাল ছাত্রদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ধীরে ধীরে পুলিশ-বিডিআর প্রত্যাহার করা হবে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসি ক্যাম্পাসে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১২(৩) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ২৮ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতাবলে ভিসি কোন বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নিলেও ৭ দিনের মধ্যে তা সিন্ডিকেটের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। বিদায়ী ভিসির পক্ষে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার এই রিপোর্ট প্রদানের জন্য আজ সপ্তম দিনে সিন্ডিকেটের জরুরী সভা আহবান করেন। সভায় অন্য কোন বিষয় আলোচনা না করার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টি স্থান পেতে পারে বলে জানা গেছে।

এদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী উঠলেও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা সকলেই গ্রামের বাড়ী চলে গেছে, তাই ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার দুই থেকে তিনদিন পূর্বে হলগুলো খুলে দিতে হবে। আর হল খোলার পূর্বে সিন্ডিকেটের সভা, প্রভোস্ট স্টান্ডিং কমিটি, সকল অনুষদের ডীন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের সভা ডেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ক্ষেত্রে এসব প্রস্তুতি নিতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। তবে যত দ্রুত সম্ভব হল ও ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানিয়েছেন।